কালের কণ্ঠ

তারিখ 02 AUG 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বই পড়লে পুরস্কার পড়ালেও পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

পাঠ্য বইয়ের বাইরের বই গ্রামের শিক্ষার্থীদের জন্য খুঁজে পাওয়াটা বেশ কষ্টকর। শহর এলাকায় একটি করে পাবলিক লাইব্রেরি থাকলেও তাতে যাওয়ার সুযোগ হয় না শিক্ষার্থীদের। আর জীবনী, প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্পের বই টাকা দিয়ে কিনেও দিতে চান না অভিভাবকরা। ফলে এজন শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পাস করলেও পাঠ্য বইয়ের বাইরে তার অন্যান্য বই পড়া হয় না বললেই চলে। অথচ পাঠ্য বই একজন শিক্ষার্থীকে বাস্তব জীবনের জন্য যোগ্য করে তুললেও অন্যান্য বই না পড়ার কারণে তার জ্ঞান বিকশিত হচ্ছে না।

তবে ২০১০ সাল থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ) ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র শিক্ষার্থীদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে বই। শুধু পৌঁছে দিয়েই শেষ নয়, বই পড়লে দেওয়া হচ্ছে পুরস্কারও। আর পাঠাভ্যাস পরিবর্তনে যেসব শিক্ষক ক্রমাগত শিক্ষার্থীদের সহায়তা করে যাচ্ছেন তাঁরাও পাচ্ছেন পুরস্কার।

গতকাল শনিবার রাজধানীর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ইস্পেন্দিয়ার জাহেদ হাসান মিলনায়তনে পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ঢাকা বিভাগের ১২১ জন সেরা সংগঠককে দেওয়া হয় উদ্দীপনা পুরস্কার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি ও কর্মসূচির লিডার অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য দেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, সেকায়েপ প্রকল্প পরিচালক মো. মাহামুদ-উল-হক প্রমুখ। জানা যায়, সেকায়েপ প্রকল্পের অন্যতম সাবকম্পোনেন্ট পাঠাভ্যাস উন্নয়ন

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন

কর্মসূচি বর্তমানে দেশের ২১৫টি উপজেলার ৯ হাজার ৬১৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন করছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ছয় হাজার ৪৮৩টি স্কুল ও তিন হাজার ১৩৫টি মাদ্রাসা। এখন পর্যন্ত ১৫ লাখ ৪৩ হাজার শিক্ষার্থী বইপড়া কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে। এ পর্যন্ত ২৮ লাখ বই বিতরণ করা হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় থাকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরিয়ান বা অন্য কোনো শিক্ষকের দায়িত্বে দেওয়া হচ্ছে বইগুলো। কর্মসূচির সদস্য হলে এখান থেকে একজন শিক্ষার্থী বছরে দশটি বই পড়ার জন্য নিতে পারে। আর বছর শেষে একটি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপহার হিসেবে দেওয়া হচ্ছে বই। ইতিমধ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে প্রায় ১১ লাখ বই। আর যেসব শিক্ষক সফলভাবে এই কর্মসূচি পরিচালনা করেছেন, তাঁরাও পাচ্ছেন সেরা সংগঠকের পুরস্কার। চলতি বছর ছয় হাজার ৬৬৮ জন সংগঠকের মধ্যে ৬৭২ জন সংগঠক পাচ্ছেন উদ্দীপনা পুরস্কার। তাঁদের প্রত্যেককে দেওয়া হচ্ছে বই, সনদপত্রসহ চার হাজার টাকার চেক।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'আমাদের নতুন প্রজন্মের মেধার সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধেও পরিবর্তন আনতে হবে। যারা যত বেশি বই পড়ে আয়ত্ত করতে পারবে তারাই বেশি জ্ঞানী হবে।'

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সভাপতির বক্তব্যে বলেন, 'পাঠ্য বই আমাদের আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে, সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে, তাই এটা পড়তেই হবে।'

অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষামন্ত্রী drh_seqaep.org নামের নতুন একটি ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেন; যেখান থেকে সবাই পাঠ্যবইয়ের বাইরেও নানা বই ডাউনলোড করে পড়তে পারবে বলে জানানো হয়।

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...